প্রত্নসম্পদ ও সংরক্ষণ শাখা
প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর
সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়

প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর কর্তৃক সংরক্ষিত ঘোষিত পুরাকীর্তির তালিকা

জেলার নাম: **পঞ্চগড়**

সংরক্ষিত ঘোষিত পুরাকীর্তির সংখ্যা: **০৯টি (আগস্ট ২০২৪ পর্যন্ত)**

প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর, প্রত্নতত্ত্ব ভবন, এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা- ১২০৭
director_general@archaeology.gov.bd | www.archaeology.gov.bd

ক্রম	প্রত্নস্থল / পুরাকীর্তি	আলোকচিত্র	অবস্থান	জিও কো- অর্ডিনেট	প্রজ্ঞাপন/গেজেট	সংক্ষিপ্ত বর্ণনা
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১.	**খালপাড়া, প্রাচীন ঢিবি**		পঞ্চগড় সদর ভিতরগড়	২৬°২৬'৩৩" উ. ৮৮°৩৬'৩২" পূ.	বাংলাদেশ গেজেট ০৩ নভেম্বর ২০১১	ভিতরগড় দুর্গনগরীকে সুরক্ষিত করার জন্য ৪টি দুর্গ প্রাচীর ও তৎসংলগ্ন পরিখা নির্মাণ করা হয়েছিল। ইট দ্বারা নির্মিত ২য় দুর্গ প্রাচীর ছিল তার মধ্যে অন্যতম। কাজিরহাট বাজার থেকে মহারাজার দিঘীতে যাওয়ার রাস্তা হতে প্রায় ৪৫০ মিটার উত্তরে ২য় দুর্গ প্রাচীরের পশ্চিম বাহুর বেশ কিছু অংশ অনাবৃত অবস্থায় রয়েছে। এখানে দুর্গপ্রাচীরের প্রশস্ততা ২.৬৫ মিটার এবং উচ্চতা ২ মিটার।
২.	**মর্কদম গড়**		পঞ্চগড় সদর ভিতরগড়	২৬°২৭'২৫.০" উ. ৮৮°৩৬'৪৫.৪" পূ.	বাংলাদেশ গেজেট ০৩ নভেম্বর ২০১১	ভিতরগড় দুর্গনগরীর ২য় দুর্গ প্রাচীরের উত্তর বাহুর প্রায় মাঝামাঝি স্থান বর্তমানে স্থানীয়ভাবে তেঁতুলতলা গড় নামে পরিচিত। এখান থেকে প্রায় ১৫০ মিটার পূর্ব দিকে চুমানুপাড়ায় দুর্গের বাক লক্ষ্য করা যায়। যা থেকে ধারণা করা হয় এখানে কোনো গোলাকৃতির উঁচু ‘পার্শ্ব বুরুজ’ নির্মিত হয়েছিল। প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে সুদৃঢ় করার জন্য সম্ভবত এগুলো নির্মাণ করা হয়েছিল।
৩.	**আবেষ্টনী দেওয়াল**		পঞ্চগড় সদর ভিতরগড়	২৬°২৫'২৮.৮" উ. ৮৮°৩৬'৩৬.৬" পূ.	বাংলাদেশ গেজেট ০৩ নভেম্বর ২০১১	ভিতরগড় প্রত্নস্থলের অভ্যন্তরীণ দুর্গ প্রাচীরটি ছিল প্রায় আয়তাকার বিশিষ্ট একটি সুরক্ষিত দুর্গ নগরী। এর প্রাচীরগুলো ইটের নির্মিত ছিল বলে জানা যায়। স্থানীয় জনগণের ভাষ্য অনুযায়ী জানা যায়, দুর্গ প্রাচীরের অভ্যন্তরে রয়েছে পৃথু রাজার ভিটা, মহারাজার মন্দির ও কবরঘুরী দিঘী। দুর্গ প্রাচীরের পূর্ব বাহু সংলগ্ন উত্তর-পূর্বে কোণে রয়েছে ভিতরগড়ের ঐতিহাসিক মহারাজা দিঘী। প্রত্নতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে এ প্রাচীরের গুরুত্ব অপরিসীম।
৪.	**মডেল বাজার গড়**		পঞ্চগড় সদর ভিতরগড়	২৬°২৫'৫৪.৯" উ. ৮৮°৩৭'১০.৪" পূ.	বাংলাদেশ গেজেট ০৩ নভেম্বর ২০১১	২য় দুর্গ প্রাচীরের দক্ষিণ-পূর্ব কোণায় ঈদগাহ মাঠটি অবস্থিত। এর দক্ষিণ পাশেই রয়েছে পরিখা। পূর্বে আবাদি জমি এবং পশ্চিমে বাড়িঘর।

ক্রম	প্রত্নস্থল / পুরাকীর্তি	আলোকচিত্র	অবস্থান	জিও কো- অর্ডিনেট	প্রজ্ঞাপন/গেজেট	সংক্ষিপ্ত বর্ণনা
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
৫.	**মেহেনা ভিটা গড়**		পঞ্চগড় সদর ভিতরগড়	২৬°২৭'০০.১" উ. ৮৮°৩৬'৪৬.৩"পূ.	বাংলাদেশ গেজেট ০৩ নভেম্বর ২০১১	এ প্রত্নস্থলটি ইটের প্রাচীর বেষ্টিত আয়তাকার পরিকল্পনায় নির্মিত। সম্ভবত এ প্রত্নস্থলে পৃথু রাজার কাচারি বা অন্য উদ্দেশ্যে ব্যবহার করেছেন। বর্তমানে এ প্রত্নস্থলটি উচু আবাদী জমি হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে।
৬.	**শ্রী গোলক ধাম মন্দির**		দেবীগঞ্জ শালডাংগা	২৬°১২'০০.০" উ. ৮৮°৪১'২৬.৮" পূ.	সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রজ্ঞাপন নম্বর: শাঃ ৬/ প্রত্ন: অধি:-৯/৯৯/১৮ ১৪ আগস্ট ২০০০	মন্দির দেয়ালে সংযুক্ত শ্বেত পাথরের লিপি ভাষ্য থেকে জানা যায় যে, গোলক ধাম মন্দির ১৮৪৬ খ্রিস্টাব্দে নির্মাণ করা হয়। মন্দিরটির নির্মাতা জয় গোপাল গোস্বামী। মন্দিরটি নবরত্ন শৈলী অনুসরণ ও অনুকরণে নির্মিত। জনশ্রুতি অনুযায়ী এ মন্দিরটির ৪টি রত্ন ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। আপাতত: ৫টি রত্নের উপস্থিতিকে কেন্দ্র করে পঞ্চরত্ন মন্দির হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। মন্দিরটি সমতল ভূমি হতে তিন স্তরে বৃত্তাকার মঞ্চের উপর অষ্টকোণাকৃতির ভূমি পরিকল্পনায় নির্মিত।
৭.	**বরদেশ্বরী মন্দির**		বোদা বড়শশী	২৬°১৩'৫৩.৭" উ. ৮৮°৪১'৫৫.০" পূ.	বাংলাদেশ গেজেট ২৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৯২ (১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-৪০৬)	এ প্রত্নস্থানে মাটির প্রাচীর ও পরিখাবেষ্টিত একটি বিশাল দুর্গ রয়েছে। স্থানীয় গ্রামবাসীদের নিকট এ দুর্গ বাহিরগড় নামে পরিচিত। এ দুর্গের অভ্যন্তরে একতলা ও সমতল ছাদবিশিষ্ট একটি মন্দির আছে। এর মন্দিরের থেকে দক্ষিণ পূর্ব কোণে একটি প্রাচীন ঢিবি রয়েছে। জনশ্রুতি অনুযায়ী, বদেশ্বরী মন্দিরটি কুচ বিহারের রাজা কর্তৃক নির্মিত। নির্মাণশৈলী ও স্থাপত্য বৈশিষ্ট্য বিচারে এ মন্দিরটি ১৯ শতাব্দী নির্মিত বলে ধারণা করা যায়।

ক্রম	প্রত্নস্থল / পুরাকীর্তি	আলোকচিত্র	অবস্থান	জিও কো- অর্ডিনেট	প্রজ্ঞাপন/গেজেট	সংক্ষিপ্ত বর্ণনা
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
৮.	**মির্জাপুর শাহী মসজিদ**		আটোয়ারী মির্জাপুর	২৬°১৭'০৯.৮" উ. ৮৮°২৬'৩৫.৯" পূ.	বাংলাদেশ গেজেট ১৬ এপ্রিল ১৯৯৪	তিন গম্বুজ বিশিষ্ট এ মসজিদটি আয়তাকার ভূমি পরিকল্পনায় বাংলাদেশ মোঘল স্থাপত্যের অনুকরণে নির্মিত। মসজিদের কেন্দ্রটির প্রবেশ পথের উপর একটি শিলালিপি রয়েছে। গঠন প্রণালী, স্থাপত্য বৈশিষ্ট্য ও অলংকরণ এবং উৎকীর্ণলিপির বিষয়বস্তু দৃষ্টে অনুমিত হয় যে, মির্জাপুর শাহী মসজিদটি ১৯ শতাব্দীতে নির্মিত হয়েছিল।
৯.	**ইমামবাড়া** (মির্জাপুর ইমামবাড়া)		আটোয়ারী মির্জাপুর	২৬°১৭'০৭.৩" উ. ৮৮°২৬'৩৬.৭" পূ.	বাংলাদেশ গেজেট ১৬ এপ্রিল ১৯৯৪	এ ইমাম বাড়াটির অভ্যন্তরে একটি বর্গাকার কক্ষ রয়েছে। এ কক্ষের চারদিকে ১.৩৫ মি. প্রশস্ত বারান্দ রয়েছে। এ বারান্দার প্রতিটি দেয়ালে অর্ধবৃত্তাকার খিলানযুক্ত ৩টি করে প্রবেশপথ রয়েছে। মূল কক্ষের বহিঃ দেয়ালে ৪ টি করে মোট ১৬ টি কুলঙ্গি রয়েছে। ইটের গঠন ও স্থ্যাপত্য কাঠামো দেখে মনে হয় এটা মোঘল আমলে নির্মিত হয়েছে।